গিরিশচন্দ্র ঘোষ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৪ - ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯১২) ছিলেন একজন বিশিষ্ট বাঙালি সংগীতস্রষ্টা, কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যপরিচালক ও নট। বাংলা থিয়েটারের স্বর্ণযুগ মূলত তারই অবদান।]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

The statue of Girish Ghosh.JPG

গিরিশ ঘোষের মূর্তি

জন্ম ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৪

মৃত্যু ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯১২

জাতীয়তা ব্রিটিশ ভারতীয় British Raj Red Ensign.svg

পরিচিতির কারণ প্রবন্ধকার এবং লেখক

১৮৭২ সালে তিনিই প্রথম বাংলা পেশাদার নাট্য কোম্পানি ন্যাশানাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। গিরিশচন্দ্র প্রায় চল্লিশটি নাটক রচনা করেছেন এবং ততোধিক সংখ্যক নাটক পরিচালনা করেছেন। জীবনের পরবর্তী ভাগে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের এক বিশিষ্ট শিষ্য হয়েছিলেন।

জন্ম ও শিক্ষা

গিরিশচন্দ্র ঘোষ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্য ও ভক্তদের মাঝে

১৮৪৪ সালে কলকাতার বাগবাজারে গিরিশচন্দ্রের জন্ম। তিনি ছিলেন তার পিতামাতার অষ্টম সন্তান। প্রথমে হেয়ার স্কুল ও পরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি বিদ্যালয়ে তিনি পড়াশোনা করেন। পবর্তীকালে ইংরেজি ও হিন্দু পুরাণে জ্ঞান আর্জন করেন।

কর্মজীবন

১৮৬৭ সালে শর্মিষ্ঠা নাটকের গীতিকার হিসাবে নাট্যজগৎতে প্রথম যুক্ত। দু'বছর পরে সধবার একাদশিতে অভিনয় করে বেশ সুনাম অর্জন করে ছিলেন। কলকাতায় ন্যাশানাল থিয়েটার নামে তার একটি নাট্য কোম্পানি ছিল। ১৮৮৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর নটী বিনোদিনীকে নিয়ে তিনি স্টার থিয়েটার, কলকাতা চৈতন্যলীলা নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। বিনোদিনীর ইচ্ছা ছিল যে নতুন থিয়েটার তৈরি হবে তা বিনোদিনীর নামে বি-থিয়েটার হবে । কিন্তু কিছু মানুষের প্রতারনার শিকার তিনি হন । যাঁদের মধ্যে তার নিজের অভিনয় গুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন । রামকৃষ্ণ পরমহংস এই নাটক দেখতে এসেছিলেন। এরপর উভয়েই তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

গিরিশচন্দ্র ছিলেন কুখ্যাত মদ্যপ ও স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্যে পরিণত হন। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর গিরিশচন্দ্রের নৈতিক পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি তার ঘনিষ্ঠতম শিষ্যদের একজন হয়ে ওঠেন।

নাটক

তিনি অনেক নাটক রচনা করেন। তার উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো-

পৌরানিক নাটক

রাবণবধ (১৮৮১)

সীতার বনবাস

লক্ষ্ণণ বর্জন

সীতাহরণ

পান্ডবের অজ্ঞাতবাস

জনা (১৮৯৪)।

চরিত্র নাটক

চৈতন্যলীলা

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর

শঙ্করাচার্য

রোমান্টিক নাটক

মুকুলমুঞ্জরা

আবু হোসেন

সামাজিক নাটক

প্রফুল্ল(১৮৮৯)

মায়াবসান

বলিদান

ঐতিহাসিক নাটক

সিরাজদ্দৌলা

মীর কাসিম

ছত্রপতি শিবাজী

উপাধি

১৮৭৭ সালে মেঘনাদবধ কাব্যে রামচন্দ্র ও মেঘনাদ উভয় ক্ষেত্রে অভিনয় জন্য সাধারণী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাকে 'বঙ্গের গ্যারিক' আখ্যায় ভূষিত করেন।

মৃত্যু

১৯১২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি এই মহান অভিনেতা ও নাট্যকার কলকাতায় পরলোক গমন করেন।